United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Организация
Объединенных Наций по
вопросам образования,
науки и культуры

منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

联合国教育、
科学及文化组织

MESSAGE
Bangla

২৪ শে জানুয়ারি ২০১৯ আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিস অদ্রে আজওলে এর বার্তা।

আজ ২৪শে জানুয়ারি প্রথম আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস। গত ডিসেম্বরে জাতিসঙ্ঘের সাধারন পরিষদ অধিবেশনে ২৪শে জানুয়ারিকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি "আমাদের বিশ্বের রূপান্তর: টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা" এ শিক্ষার মূখ্য ভুমিকাকে স্বীকৃতি দেয়।

পিছিয়ে পড়া লক্ষ লক্ষ শিশু, যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর্ভূক্তিমূলক, সমতাভিত্তিক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শেখার সুযোগ নিশ্চিতকরণ ছাড়া দেশসমূহ এই দারিদ্রচক্র ভেঙ্গে সফল হতে পারবে না। সর্বজনীন শিক্ষা অর্জনে উচ্চাকাঙ্খি রাজনৈকিত অঙ্গীকার ছাড়া আমরা জেন্ডারসমতা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সফল হব না।

মৌলিক নীতিসমূহ পুনর্নিশ্চিত করার জন্য এখনই সময়। প্রথমত, শিক্ষা একটি মানবাধিকার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সরকারি দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করা, সম্ভাব্য নতুনত্বকে উৎসাহিত করা এবং স্থিতিশীল ও টেকসই সমাজ গড়ে তুলতে শিক্ষাই আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সবশেষে, আমাদের অবিলম্বে বৈশ্বিক পর্যায়ে শিক্ষার জন্য যৌথভাবে কাজ করার আহবান জানাতে হবে।

মূখ্য চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে: ২৬২ মিলিয়ন শিশু ও যুবক স্কুলে যায় না; ৬১৭ মিলিয়ন শিশু ও কিশোর-কিশোরী পড়তে এবং মৌলিক গনণা করতে পারে না; সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৪০% এরও কম মেয়ে শিশু নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে, অপরদিকে ৪ মিলিয়ন শিশু এবং যুবক শরনার্থী স্কুলের বাইরে, যাদের জীবন দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সম্মুক্ষীন।

যেহেতু বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ৪ অর্জনে যথাযথ অবস্থায় নেই, আমাদের বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা ও সমষ্টিগত পদক্ষেপ দরকার। আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকটি স্তরে অন্তর্ভূক্তিমূলক, সমতাভিত্তিক এবং কেউ যাতে বাদ না পড়ে, এমন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

এটি শিক্ষকদের সহায়তা এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে মেয়েদের, অভিবাসীদের, বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠি এবং শরনার্থীদের প্রতি আরো জেনডার সংবেদনশীল করার প্রতি বিশেষ মনোযোগের আহবান জানায় । এজন্য জরুরিভাবে দেশজ সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যের পরিমান বাড়ানোর প্রয়োজন, কারণ বিনিয়োগ বহির্ভূত খরচসমূহ সমাজে বিভক্তি, বৈষম্য এবং বাদ পরাকে আরো প্রসারিত করবে।

ইউনেস্কো সরকার এবং সকল উন্নয়নসহযোগী সংস্থাকে শিক্ষার অগ্রাধিকারকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছে।

আমাদের সকলেরই শিক্ষার প্রতি একটি দায়বদ্ধত্বা আছে, আসুন এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য একত্রে কাজ করি।

- - -